ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

আসছে 'পাঠান ২', শুটিং শুরু ডিসেম্বরে

পৃঃ ৫

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট দ্রুততম ১০ হাজার রানের রেকর্ড বাবরের

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৫৫ ● কলকাতা ● ১৩ ফাল্গুন, ১৪৩০ ● সোমবার ● ২৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

'মারের ভয়ে' সাড়ে ৪ ঘণ্টা অন্যের ঘরে ঢুকে ছিলেন!

নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অজিত মাইতিকে। ছবি: সংগৃহীত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা ধরে অন্যের বাড়িতে বন্দি থাকার পর অবশেষে সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা অজিত মাইতিকে আটক করল পুলিশ। অন্ধকারে ঘুপচি গলি দিয়ে অজিতকে বার করে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়া হল। গ্রামবাসীদের অভিযোগ ছিল, গ্রামের অনেকের জমি দখল করেছেন অজিত। শাহজাহান শেখের এই অনুগামী এক সময়ে বিভিন্ন লোককে চমকে-ধমকে বেড়িয়েছেন। তাঁদের উপর অত্যাচার করেছেন। তাই এই বিক্ষোভ। গ্রামবাসীদের তাড়া খেয়ে অজিতের নিজেকে ঘরবন্দি করে ফেলার ঘটনা নিয়ে মন্ত্রী পার্থ বলেন, "যাঁদের দলের নেতা বলা হচ্ছে, তাঁরা অত্যাচার করেছে বলেই তো মানুষ বিক্ষোভ করছে। যাঁরা অত্যাচার করেছে তাঁদের পাশে দল নেই।" মন্ত্রীর স্পষ্ট বক্তব্য, অন্যায় করলে প্রশাসন তো ব্যবস্থা নেবেই। দলও নিজের মতো পদক্ষেপ করবে। তাঁর কথায়, "যাঁদের নামে অভিযোগ এসেছে আমাদের কাছে, পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে। আমরা দল থেকে সরিয়ে দিয়েছি। অজিত মাইতির বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে, আমরা সরিয়ে দিয়েছি। ওখানে হলধরদা আর শক্তিদা দু'জনকে জয়েন্ট কনভেনর করা হয়েছে। অন্যায় করলে তো রাগের বহিঃপ্রকাশ হবেই।" মন্ত্রী পার্থের বার্তা, "কোনও অভিযোগ থাকলে প্রশাসনকে জানান। হাতে কেউ আইন তুলে নেবেন না।''রবিবার সকালে বেড়মজুরে একটি হরিনাম সংকীর্তনের আসরে গিয়েছিলেন পার্থ এবং রাজ্যের আর এক মন্ত্রী সুজিত বসু।বেলা গড়াতে সেই এলাকাতেই গ্রামবাসীদের তাড়া খান অজিত। প্রাণ বাঁচাতে তিনি স্থানীয় এক ব্যক্তির বাড়িতে ঢুকে পড়েন। ঢুকেই দরজায় তালা লাগিয়ে দেন। এ দিকে ওই বাড়ির লোক তখন বাইরে স্নান করছিলেন। স্নান সেরে ঘরে ঢুকতে গিয়ে তিনি দেখেন, দরজায় তালা! ওই ব্যক্তির দাবি, নিমন্ত্রণ আছে বলে সকাল সকাল স্নান সেরে পোশাক পরতে ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখেন দরজায় তালা! বাইরে মারমুখী জনতার ভিড়। প্রবল চিতকার-চেঁচামেচি। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন পুলিশ আধিকারিকেরাও। এই পরিস্থিতিতে গণপিটুনির ভয়ে কেঁদেই ফেললেন সন্দেশখালির বেড়মজুরের তৃণমূল নেতা অজিত মাইতি! ভিতর থেকে তাঁর আর্তি, "দাদা, দরজা খুলবেন না! ওরা আমাকে মেরে ফেলবে!" অন্যের বাড়িতে চার ঘণ্টা ধরে নিজেকে বন্দি রেখেছিলেন অজিত। পুলিশ আধিকারিকেরা বারবার আশ্বাস দিলেও তিনি বাইরে বেরোতে রাজি ছিলেন না। যদিও মুখে বারবার বলছিলেন

এরপর ৩ পাতায়

হাতিয়ার কেন্দ্রীয় বঞ্চনা, লোকসভা ভোটের আগে ব্রিগেডে 'জনগর্জন সভা' তৃণমূলের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা ভোটের আগে বাংলার শাসকদলের হাতিয়ার কেন্দ্রীয় বঞ্চনা। ১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনার বকেয়া টাকা কেন্দ্রের কাছ থেকে আদায়ের জন্য লাগাতার কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে তৃণমূল। দিল্লি, কলকাতায় একাধিক ধরনার পর এবার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে 'জনগর্জন সভা' ডাকল তৃণমূল।তবে চব্বিশের ভোটে তৃণমূলের ইস্যু মূলত কেন্দ্রীয় বঞ্চনা। ১০০ দিনের কাজের টাকা, আবাস যোজনার টাকা না পাওয়ার অভিযোগে বার বার দিল্লিতে দরবার করেছে তৃণমূল। কিন্তু কাজ হয়নি। তাই এবার সেই ইস্যুকে সামনে রেখেই লোকসভা ভোটের লড়াইয়ে নামছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল।আগামী ১০ মার্চ ব্রিগেড ময়দানে এই সভার কথা জানালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও প্রধান বক্তা হিসেবে থাকার কথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা

এরপর ৩ পাতায়

সব জেলার ১০০ দিনের কাজের টাকা ছাড়ল রাজ্য

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' (জিটিএ)-সহ ২২টি জেলাকে ১০০ দিনের কাজের টাকা মেটাল রাজ্য সরকার। রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি জিটিএয়ের ১০০ দিনের কাজের টাকাও বকেয়া ছিল। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, কেন্দ্র না দেওয়ায়, সেই টাকা রাজ্যই মিটিয়ে দেবে। কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হয়ে আর বসে থাকা হবে না।এ বিষয়ে জিটিএ-র মুখপাত্র এসপি শর্মা জানান, "কেন্দ্রীয় সরকার শুধু মাত্র নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে রাজ্যকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্র এটা বুঝতে পারেনি যে, এতে রাজ্য সরকারের পাশাপাশি খেটে খাওয়া মানুষদেরও কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হচ্ছে। রাজ্য সরকার সে বিষয়ে চিন্তা করেছে এবং রাজ্যই ১০০ দিনের কাজের টাকা মিটিয়ে দিচ্ছে। আমাদের আশা, এর পর পাহাড়ের মানুষ বুঝবেন, কে তাঁদের ভাল চায়। রাজ্যের এই সিদ্ধান্ত আগামী লোকসভা নির্বাচনেও প্রভাব ফেলবে।"তার পরেই খবর, বকেয়া ১০০ দিনের কাজের টাকা মেটানো শুরু করে দিয়েছে নবান্ন।

সরকারি নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, জিটিএ-সহ রাজ্যের ২২টি জেলায় ১০০ দিনের কাজের মজুরি বাবদ বকেয়া দু'হাজার ছ'শো পঞ্চাশ কোটি টাকারও কিছু বেশি অর্থ রিলিজ (টাকা ছাড়া) করা হয়েছে। তার মধ্যে জিটিএ-র প্রাপ্য ১২৯ কোটি ৪২ লক্ষ ৮৯ হাজার ৭২৮ টাকা। সরকারি নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, ২৬ ফেব্রুয়ারি, সোমবার থেকে সরাসরি উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১০০ দিনের কাজের বকেয়া মজুরি পাঠানো শুরু করতে হবে। তা শেষ করে ফেলতে হবে আগামী ১ মার্চের মধ্যে।

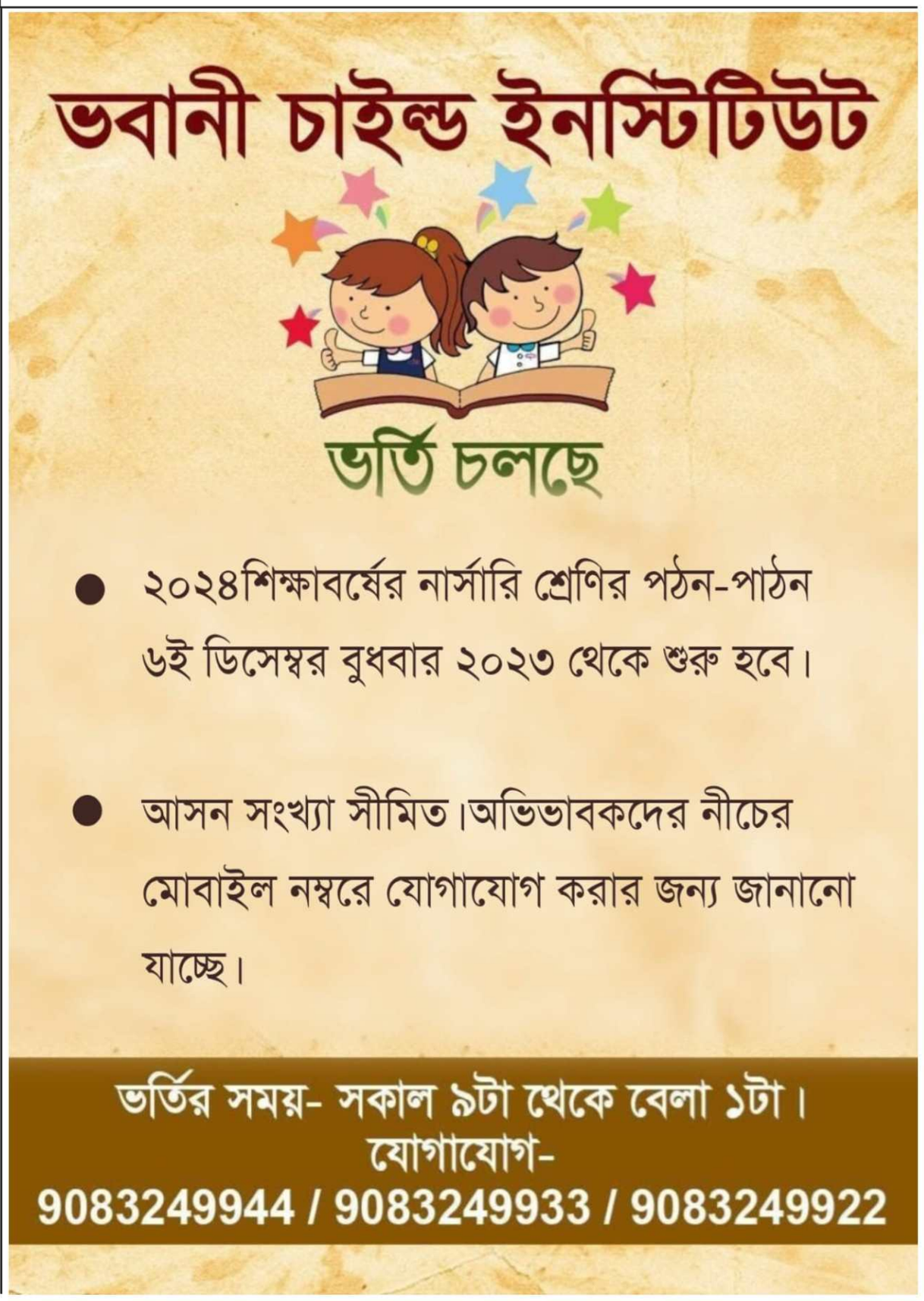

বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ ও নামখানার মধ্যবর্তী এলাকা দুর্গানগর গ্রামে ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ হোমিওপ্যাথির পক্ষ থেকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়, হোমিও চিকিৎসা শিবির উক্ত চিকিৎসা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন,ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ হোমিওপ্যাথির আন্তর্জাতিক সভাপতি ডক্টর প্রকাশ মল্লিক, ও ডাক্তার পার্থ সারথি মল্লিক উক্ত শিবিরে প্রায় ২০০ও বেশি মানুষকে পরিষেবা দেওয়া হয়, স্থানীয় চিকিৎসক মহিম বক্সের বাড়িতে সারাদিনব্যাপী এই শিবির চলেশিবিরে সার্বিক সহযোগিতায় বাকচর্চা প্রকাশন ছিল, বাকচর্চা প্রকাশনীর বুক স্টল ছিল।

শ্রী শ্যাম কালা কুঞ্জের বার্ষিক উৎসব

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : শ্রীভূমির ডিভিনিটি প্যাভিলিয়ন ব্যাঙ্কুয়েট হলে শ্রী শ্যাম কালা কুঞ্জ ফতেহপুরের ২৬ তম বার্ষিক উৎসব জমকালোভাবে মধ্যে সম্পন্ন হয়। শ্রী শ্যাম বাবার বিশাল, সুন্দর ও ঐশ্বরিক দরবার ভক্তদের মুগ্ধ করেছিল। সব মিলিয়ে উৎসবের দৃশ্য হয়ে ওঠে শ্যামলোকার মতো। এখানে ভক্তরা শ্যাম বাবার ভজন নামকীর্তনে মুগ্ধ হালেন। এসময় শ্রী শ্যাম কালা কুঞ্জের কর্মকর্তাসহ বাবার শত শত ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

লক্ষি ভান্ডারের টাকা দিয়ে কি সম্মান কেনা যায়?

প্রশ্ন সন্দেশখালির মহিলাদের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালিতে ছড়িয়ে থাকা বিক্ষোভ সামলাতে গ্রামে গ্রামে গিয়ে কথা বলছেন তাঁরা। শনিবারও গিয়েছিলেন দুই মন্ত্রী, সুজিত বসু এবং পার্থ ভৌমিক। সঙ্গে ছিলেন এলাকার বিধায়ক সুকুমার মাহাতো। কিন্তু ক্ষোভ কি আদৌ কমছে? শনিবারই মাঝের পাড়া থেকে হালদার পাড়া ঘুরে তার আঁচ ভাল ভাবেই পাওয়া গেল।

স্থানীয়দের অভিযোগ শোনার জন্য সন্দেশখালির কয়েকটি এলাকায় অস্থায়ী শিবির চালু করেছে প্রশাসন। তবে সেখানে অভিযোগ করে কোনও 'রিসিভড কপি' পাননি বলে দাবি মৌসুমির। তিনি জানান, জমি ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন করলে ক্যাম্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসনিক আধিকারিক বলেন, "উপরওয়ালা ভরসা।" হালদার পরিবারের আত্মীয় প্রদীপ মণ্ডলও বলেন, "পুলিশ ক্যাম্প হওয়ায় আপাতত মার খাওয়ার ভয় হয়তো নেই। তবে জমি ফেরত পাওয়া যাবে না।"কয়েক জায়গায় টিভি ক্যামেরার সামনে এসে মেয়েরা প্রশ্ন তুললেন, অনুদানের পাঁচশো-হাজার টাকা দিয়ে কি তাঁদের মান-সম্মান, তাঁদের স্বামীদের ভবিষ্যত নিয়ে 'খেলার অধিকার' পেয়ে যায় সরকার? এই প্রশ্ন তাঁরা করেন পুলিশের সামনেই। এ-ও দাবি করেন, হাতে ক্ষমতা দিলে এত দিনে শেখ শাহজাহানকে ধরে দিতেন। পুলিশকে তাঁদের সামনে অসহায় দেখায়।

শাহজাহানকে কেন ধরা হচ্ছে না - এই প্রশ্নে ক্ষোভের আঁচ পেয়েছেন দুই মন্ত্রীও। কর্ণখালি ও কাছাড়িপাড়ায় তাঁদের ঘিরে এই দাবি ওঠে। সেখানে ইডির করা মামলার দোহাই দিয়ে প্রশ্ন এড়িয়ে যান। এমন পরিস্থিতিতে ক্ষোভের 'ভূত' ছাড়াতে ফের সেই 'ভূতে পাওয়া সর্ষে' ব্যবহারের অভিযোগই উঠেছে তৃণমূল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। প্রসঙ্গ, শাহজাহানের ভাই শেখ সিরাজউদ্দিনকে সরিয়ে বেড়মুজর ১ অঞ্চলের তৃণমূলের সভাপতির দায়িত্ব অজিত মাইতিকে দেওয়া। শুক্রবার সিরাজউদ্দিনকে গ্রামবাসীদের আক্রমণের সামনে পড়ে পালাতে হয়। তার পর শনিবার তৃণমূল থেকে জানানো হয়, দলে সিরাজউদ্দিনের দায়িত্ব এখন অজিতের হাতে রয়েছে। এ দিকে, শুক্রবার অজিতকেও গ্রামবাসীদের ক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে।এলাকার অনেক মানুষ জানিয়েছেন, শেখ শাহজাহানের বৃত্তেরই এক জন অজিত। সিরাজউদ্দিনের সঙ্গে মিলে যাবতীয় কুকর্মের অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধেও। গ্রামবাসীরা জানাচ্ছেন, অজিতের নেতৃত্বেই গত বিধানসভা ভোটের পরে বিরোধী দল করার অপরাধে বেড়মজুর ১ পঞ্চায়েত এলাকার কাছারি পাড়ায় তরুণ সরকার, নীলেশ সর্দার, সুজিত সর্দার-সহ অনেকের বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়। ওই পাড়ার বাসিন্দা সৈকত আড়ি প্রায় দু'বছর বাড়ি ফিরতে পারেননি। এলাকার বাসিন্দা সমীর দাস, ভোলানাথ সর্দারদের দোকান ছিল কাটপোল বাজার এলাকায়। অজিতের নেতৃত্বেই তাঁদের দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। অজিতের বিরুদ্ধে তোলাবাজি এবং একশো দিনের কাজ ও আবাস যোজনার টাকা থেকে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগও রয়েছে। অভিযোগ, শুক্রবার দুপুরে অজিতকে মারধর করেন গ্রামবাসীরা, তাঁর মোটরবাইক ভাঙা হয়, মাছের ভেড়ির আলা ঘরে আগুন লাগানো হয়।

স্থানীয়দের প্রশ্ন, সিরাজউদ্দিনকে সরিয়ে সেই অজিতকেই কী ভাবে বেড়মজুর ১ অঞ্চল সভাপতির দায়িত্ব দিল তৃণমূল? এ ব্যাপারে জেলার নেতা তথা রাজ্যের সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক

এরপর ৩ পাতায়

বাংলাদেশ ঢাকায় আমন্ত্রণে গিয়ে

সম্মানিত হলেন ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত শিল্পী স্বপন দত্ত কবি ও বাউল রূপে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সম্মানিত সংবাদদাতা স্টাফ রিপোর্টার নিউজ সারাদিন বাংলাদেশ ভারত আধ্যাত্মিক কবিতা ও সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো ২৪ ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশ ঢাকা জাতীয় প্রেস ক্লাবে। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারত বাংলাদেশর বহু লেখক, সাহিত্যিক ,কবি শিল্পী গুণীজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব । তাদের মধ্যে বিশেষ অতিথি রূপে আমন্ত্রিত ছিলেন ভারত থেকে পশ্চিম বাংলার খাজা আনোয়ার বেড় পূর্ব বর্ধমানের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত আশির্বাদ ধন্য শিল্পী বিশিষ্ট কবি স্বপন দত্ত বাউল। এছাড়া ঢাকার প্রফেসর ডা : বিগেডিয়ার জেনারেল কবি নাজমা বেগম নাজু , ছড়াকার আনজীর লিটন মহা পরিচালক বাংলাদেশ শিশু একাডেমী ,সভাপতি আরিফ বিল্লাহ মিঠু প্রমুখ বিশিষ্ঠ ব্যাক্তিত্ব বর্গর উপস্থিতিতে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ঢাকা জাতীয় প্রেস ক্লাবে। অসংখ্য কবি লেখক সাহিত্যিক, শিল্পী কলা কুশলীরা অংশ গ্রহন করেন তাদের প্রতিভা নিয়ে অনুষ্ঠান করেন । তাদের মধ্যে বাংলাদেশ ভারত আধ্যাতিক কবিতা উৎসব ঢাকাতে ঢাকা কমিটির প্রধান বিশিষ্ট সহিত্যিক লেখক মণি খন্দকারবাবুর আমন্ত্রণ পেয়ে অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহন করার জন্য স্বপন দত্ত বাউল রাষ্ট্রপতির দেওয়া একতারা হাতে ঢাকায় পাড়ি দেন । উক্ত অনুষ্ঠানে কবি স্বপন দত্ত বাউল তিনি নিজের লেখা স্বরচিত আধ্যাতিক কবিতা পাঠ ও নিজের লেখা সুরে আধ্যাতিক বাউল গানে সকলের মন জয় করেন। উৎসবের পক্ষ থেকে ঢাকার বিশিষ্ট গুণীজন ও অনুষ্ঠানের আহবায়ক ব্যক্তিত্ববর্গগণ ভারতের প্রাক্তণ রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত আশির্বাদ ধন্য শিল্পী কবি স্বপন দত্ত বাউলকে বিশেষ সম্মানে প্রশংসা পত্রে গুণীজন সংবর্ধনায় সম্মানিত করেন । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এর আগেও স্বপন দত্ত বাউল বাংলাদেশে ঢাকায় বহুবার সম্মানিত হয়েছেন যা ভারতবাসীর কাছে গর্বের তার মধ্যে হাই কমিশন অফ ইন্ডিয়া ঢাকা থেকে, একুশে ফেব্রুয়ারী মাতৃভাষা দিবসে ঢাকা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে, ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে, ঢাকা নির্বাচন কমিশনের কাছে, ঢাকা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে, ঢাকা লোকনাথ ব্রহ্মচারী আশ্রমে, ঢাকা ইস্কনে, ইন্দ্রিরা গান্ধী কালচারাল সেন্টারে, রবীন্দ্র কুঠি বাড়ি শিলাইদহ কুষ্টিয়ায়, লালন একাডেমি কুষ্টিয়ায়, ক্রিয়েটিভ ল্যাব লিমিটেড থেকে, ভারত বাংলাদেশ লালন পরিষদ কুষ্টিয়া থেকে , দ্যা ডেইলি স্টার নিউজ থেকে, দ্যা এশিয়ান এজ ডেইলি নিউজ সংস্থায় প্রভৃতি জায়গায় বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে স্বপন দত্ত বাউল সম্মানিত হয়েছিলেন । আবার ২০২৪ ঢাকায় কবি ও বাউল শিল্পী রূপে সম্মানিত হয়ে স্বপন দত্ত বাউল ভারতের মুখ উজ্জ্বল করলেন। স্বপন বাউল বলেন আগে ঢাকায় অনেক সম্মান পুরস্কার পেয়েছি এবারে বাংলাদেশ ঢাকার দেওয়া এই আন্তর্জাতিক স্তরে সম্মান পুরস্কার পেয়ে আমার জীবন ধন্য।

কেন্দ্রীয় নয়াশ্রম নীতি

প্রত্যাহারের দাবিতে সংগ্রামী রেল হকারদের সম্মেলন

অভিজিৎ সাহা, নবদ্বীপ, নদিয়া : নিউজ সারাদিন : অল ইন্ডিয়া সেন্ট্রাল কাউন্সিল ফর ট্রেড ইউনিয়ন (এআইসিসিটিইউ) অনুমোদিত ইস্টার্ন রেলওয়ে ব্যান্ডেল কাটোয়া শাখা সংগ্রামী হকার্স ইউনিয়নের ১৫ তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো পঁচিশে ফেব্রুয়ারি রবিবার নদীয়া জেলার নবদ্বীপ শহরের মনিপুরে নন্দকুমার মেমোরিয়াল স্কুলের সভাকক্ষে। এদিন সম্মেলনের শুরুতে নন্দকুমার সভাকক্ষ প্রাঙ্গনে লাল পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে পুষ্প দিয়ে সাম্প্রতিককালে গণআন্দোলনে ও বিভিন্ন কারণে নিহত শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

সম্মেলনের মূল মঞ্চ নন্দকুমার সভাকক্ষে উদ্বোধনী সংগীত "লড়াইয়ের ডাক এল ওই" পরিবেশন করেন মল্লিকা সরকার। সম্মেলনে আগত সমস্ত প্রতিনিধি ও অতিথিবৃন্দকে স্বাগত জানান সংগ্রামী রেল হকার ইউনিয়নের কার্যকরী সভাপতি পরীক্ষিত পাল, সম্মেলনে উপস্থিত পর্যবেক্ষক কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন এআইসিসিটিইউ-র রাজ্য সম্পাদক বাসুদেব বসু সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের সামনে বর্তমান সময়ে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধীও শ্রমিক বিরোধী নীতি এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দুর্নীতির বিরুদ্ধে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

সংগ্রামী হকার্স ইউনিয়নের ১৫ তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে এদিন প্রায় দেড় শতাধিক প্রতিনিধি ও অতিথি বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সিপিআই এম এল লিবারেশনের নদিয়া জেলা কমিটির সম্পাদক জয়তু দেশমুখ, এআইসিটিইউ র নদিয়া জেলা কমিটির সম্পাদক জীবন কবিরাজ, সিপিআইএমএল লিবারেশনের বর্ধমান জেলার সম্পাদক পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য সজল পাল,সিপিআই এম এল নবদ্বীপ লোকাল কমিটির সম্পাদক তপন ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ।

সন্দেশখালি যাওয়ার পথে গ্রেফতার ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের ৬ সদস্য,

টেনেহিঁচড়ে তোলা হল প্রিজন ভ্যানে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালি যাওয়ার পথে গ্রেফতার দিল্লির ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের ৬ সদস্য । প্রথমে ভোজেরহাটে আটকে দেওয়া হয় ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমকে। পুলিশি বাধায় পাল্টা রাস্তায় বসে বিক্ষোভ শুরু করেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা।

যদিও ওই টিমের সদস্যরা স্পষ্ট জানান, তারা কোনও রকম আইন ভাঙবেনা না। যে এলাকাগুলিতে ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে সেখানে তাদের মধ্যে শুধুমাত্র ২ জন ওই গ্রামে ঢুকবেন। তবে সন্দেশখালি তারা যাবেনই। যদিও গন্তব্যে পৌঁছানো হল না। সন্দেশখালি ঢোকার আগেই তাদের আটকে দেয় পুলিশ। বসিরহাটের পুলিশ সুপারই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমকে সন্দেশখালি যাওয়ার পথেই আটকানোর নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা যায়। পুলিশি বাধা না মানায় তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। যদিও কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের ছেড়েও দেওয়া হবে জানা গিয়েছে।এরপরই টেনেহিঁচড়ে প্রিজন ভ্যানে তোলা হয় ওই সদস্যদের।

সন্দেশখালি যাওয়ার ৫২ কিমি আগে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের সদস্যদের আটকে দেওয়া হয়। সন্দেশখালিতে ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে তাই সেখানে যাওয়া যাবে না। এই যুক্তি দেখিয়েই তাদের আটক করা হয়। ইতিমধ্যেই ওই ৬ সদস্যদের অ্যারেস্ট করা হয়েছে।

জানিয়ে রাখি, ওই ৬ সদস্যের প্রতিনিধি দলে রয়েছেন বিচারপতি নারসিমা রেড্ডি, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের যুগ্ম রেজিস্ট্রার রাজপাল সিং, ওপি ব্যাস, জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের কনসালট্যান্ট ভাবনা বাজাজ এবং বর্ষীয়ান সাংবাদিক সঞ্জীব নায়ক। টিমকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন বিচারপতি নারসিমা রেড্ডি।

এদিন ধর্মতলার একটি হোটেলে ওঠেন তারা। সেখানেই তাদের নোটিস ধরানো হয়। প্রতিনিধি দলের দাবি, রবিবারই তাদের চিঠি দিয়ে বলা হয়, সন্দেশখালির বিভিন্ন এলাকায় এখনও ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে। তাই আইন মোতাবেক তাদের সেখানে ঢুকতে দেওয়া যাবে না।

২ পাতার পর

লক্ষি ভান্ডারের টাকা দিয়ে কি সম্মান কেনা যায়? প্রশ্ন সন্দেশখালির মহিলাদের

বলেন, "অনেক আগেই তো অঞ্চল সভাপতির বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল অজিতকে।" নতুন করে সভাপতি করা হয়নি বলেই দাবি করেন তিনি।

এ দিনই বেড়মজুর ১ অঞ্চলের হালদারপাড়ায় বিনয় সর্দার নামে তৃণমূলের স্থানীয় এক নেতার পরিবারের সদস্যদের উপরে চড়াও হন এলাকার লোকজন। গ্রামবাসীদের দাবি, সিরাজউদ্দিন গ্রামের মানুষের জমি দখল করে নিত। সেই জমি পৌঁছত বিনয় সর্দারের হাতে। মাঝেরপাড়া এলাকায় গ্রামের মহিলারা শাহজাহানকে গ্রেফতারের দাবিতে ঝাঁটা-লাঠি নিয়ে বিক্ষোভ দেখান পুলিশের সামনে।এরই মধ্যে বেড়মজুর গ্রামের বাসিন্দা মৌসুমি হালদার নামে এক জমিহারা মহিলা অভিযোগ জানিয়েছেন প্রশাসনের কাছে। মৌসুমির অভিযোগ, সিরাজউদ্দিনের বাহিনী মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে এক বিঘা কৃষিজমি লিখিয়ে নিয়েছে তাঁর কাছ থেকে। থানায় গেলে পুলিশ বিচারের জন্য সিরাজের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল।

প্রফেসর যাদবকে বিহারের আরারিয়া লোকসভা থেকে বিজেপির প্রার্থী করার দাবি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আরারিয়া, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪। বিহারের আরারিয়া লোকসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপির প্রার্থী হিসাবে অধ্যাপক কমল নারায়ণ যাদবকে প্রার্থী করার দাবি জানানো হয়েছে।

দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে চিঠি লিখে মিথিলা রাজ্য নির্মাণ সংগ্রাম সমিতি সহ একাধিক সংগঠনের পক্ষ থেকে এই দাবি জানানো হয়েছে।তিনি ১৯৯৬ সাল থেকে বিজেপির সঙ্গে যুক্ত এবং সংগঠনে জেলা পর্যায়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন।এর আগে , ১৯৯০ সালে, তিনি জনতা পার্টির সদস্য ছিলেন।তিনি টিকিটে আরারিয়া বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।তবে এই নির্বাচনে তিনি মাত্র ৩৬৯ ভোটে হেরেছিলেন। সংগঠনগুলো জানিয়েছে, অধ্যাপক ড. যাদবের ভাবমূর্তি এলাকার একজন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ, কঠোর পরিশ্রমী সমাজসেবক এবং সৎ নেতা হিসেবে।তিনি সমাজের সকল স্তরের কাছে গৃহীত এবং যতটা সম্ভব তার প্রাপ্য।তবে বর্তমানে বিজেপির প্রদীপ সিং এই আসন থেকে সাংসদ।.

সংগঠনগুলো জানিয়েছে, অধ্যাপক ড. যাদব এলাকায় শিক্ষার প্রসারের জন্য অনেক কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন। এছাড়া তিনি অনেক সম্মাননাও পেয়েছেন।

সংগঠনের মুখপাত্র বিজয় কুমার বলেছেন যে শীঘ্রই একটি পাঁচ সদস্যের দল দিল্লিতে যাবে এবং দলের প্রধান জেপি নাডডা এবং পার্টির সাধারণ সম্পাদক বিহারের ইনচার্জ বিনোদ তাওদে এর সাথে দেখা করবে।

১-ম পাতার পর

'মারের ভয়ে' সাড়ে ৪ ঘণ্টা অন্যের ঘরে ঢুকে ছিলেন!

যে, পুলিশের প্রশাসনের উপর তাঁর ভরসা রয়েছে। তা সত্ত্বেও বেরোনোর সাহস পাচ্ছিলেন তৃণমূল নেতা।

কোলাপসিবল গেটের ফাঁক দিয়ে দেখা গিয়েছিল, ঘরে বসে রীতিমতো কাঁপছেন অজিত। বারবার চেষ্টা করে যাচ্ছেন কাউকে ফোন করার। কিন্তু কোনও কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না। অজিতের বিরুদ্ধে যখন ক্ষোভের আগুনে জ্বলছে বেড়মজুর, তখন সন্দেশখালির অন্য একটি জায়গা থেকে রাজ্যের মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক জানিয়ে দেন, দল তাঁর পাশে নেই। তাঁর পদও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রীর কথায়, "অন্যায় করলে তো রাগের বহিঃপ্রকাশ হবেই।"

স্থানীয় সূত্রে খবর, সন্ধ্যার দিকে বিক্ষোভের আঁচ একটু কমে। বিক্ষোভকারীরা একটু একটু করে সরতেই শুরু হয় পুলিশি ততপরতা। এর পরেই পরিস্থিতি বুঝে অজিতকে বুঝিয়ে বার করেন পুলিশ আধিকারিকেরা। পুলিশ সূত্রে খবর, অজিতকে আপাতত আটক করা হয়েছে। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মিনাখাঁ থানায়। সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে যা যা অভিযোগ রয়েছে, যা তথ্যপ্রমাণ মিলেছে, সেই সব বিষয় খতিয়ে দেখে গ্রেফতার করা হতে পারে তাঁকে।

১-ম পাতার পর

হাতিয়ার কেন্দ্রীয় বঞ্চনা, লোকসভা ভোটের আগে ব্রিগেডে 'জনগর্জন সভা' তৃণমূলের

বন্দ্যোপাধ্যায়।বক্তব্য রাখবেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতারা। রবিবার নিজোর সোশাল মিডিয়া (Social Media) পোস্টে ১০ তারিখ ব্রিগেডে জনগর্জন সভার কথা ঘোষণা করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাতে লেখা লেখা হবে। পাশাপাশি সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সোশাল মিডিয়া পেজের প্রোফাইল ছবিও বদলে ফেলা হয়েছে। 'জনগর্জন সভা'র ছবি রেখে নিচে লেখা ২০২৪-এর যুদ্ধ শুরু। তাতেই স্পষ্ট, ১০ মার্চ ব্রিগেডের মেগা সভা থেকেই কার্যত লোকসভা ভোটের প্রচার শুরু করে দিচ্ছে তৃণমূল। এনিয়ে দলের মুখপাত্র তথা রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ জানান, অভিষেক বন্দ্যোপাধয়ায়, মমতা বন্দ্যোপাধয়ায়ের নেতৃত্বেই ব্রিগেডে সভা হবে, ১০ মার্চ। কেন্দ্রীয় বঞ্চনা, বাংলার অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে, বহিরাগত জমিদাররা অত্যাচার করেছে। এর প্রতিবাদে সভা হবে।

এর আগে ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের আগেও ব্রিগেড সমাবেশ করেছিল তৃণমূল-সহ বিজেপি বিরোধী দলগুলি। কলকাতার 'ইউনাইটেড ইন্ডিয়া'র মেগা সভায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও হাজির ছিলেন তিন বিরোধী মুখ্যমন্ত্রী - আপের অরবিনদ কেজরিওয়াল, কর্ণাটকের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এইচ ডি কুমারস্বামী, অন্ধ্রের টিডিপি নেতা চন্দ্রবাবু নায়ডু। সেখানে মোদির বিরুদ্ধে একত্রে লড়াইয়ের অঙ্গীকার করেছিলেন সকলে। যদিও ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে ৩৫৩ আসন পেয়ে ফের দ্বিতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় আসে এনডিএ সরকার।

শ্রীলঙ্কা ও মরিশাসে ইউপিআই

পরিষেবা সূচনা উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী, শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি রনিল বিক্রমসিংঘে এবং মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী প্রবীন জগন্নাথ উপস্থিত থাকবেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শ্রীলঙ্কা ও মরিশাসে ইউপিআই পরিষেবা সূচনা উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী, শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি রনিল বিক্রমসিংঘে এবং মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী প্রবীন জগন্নাথ উপস্থিত থাকবেন। ১২ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১টায় ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে শ্রীলঙ্কা ও মরিশাসে ইউপিআই পরিষেবা এবং মরিশাসে রূপে কার্ড পরিষেবার সূচনা হবে।

ভারত ফিনটেক উদ্ভাবন এবং ডিজিটাল জনপরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। প্রধানমন্ত্রী আমাদের উন্নয়ন ও উদ্ভাবনের অভিজ্ঞতা সহযোগী দেশগুলির সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী। ভারতের বিশেষ ঐতিহ্য এবং মানুষে মানুষে সংযোগ বৃদ্ধি শ্রীলঙ্কা ও মরিশাসের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। এই ইউপিআই পরিষেবার সূচনা হল দেশগুলির সঙ্গে ডিজিটাল লেনদেন সহজ হবে, উপকৃত হবেন সাধারণ মানুষ।

এই পরিষেবা সূচনার ফলে শ্রীলঙ্কা ও মরিশাসে সফরকারী ভারতীয় নাগরিকরা ইউপিআই ব্যবহার করতে পারবেন, পাশাপাশি সে দেশের নাগরিকরাও ভারতে এলে এই পরিষেবার সুবিধা লাভ করবেন। মরিশাসে রূপে কার্ড পরিষেবা চালুর ফলে ভারত ও মরিশাস উভয় দেশই উপকৃত হবে।

শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগে সর্বস্বান্ত দুস্থ পরিবার

আমিরুল ইসলাম, মানিকচক, মালদহ : নিউজ সারাদিন : শর্ট সার্কিটে থেকে আগুন লেগে বাড়ির ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি পুড়ে নষ্ট। নগদ ২৫ হাজার টাকা সহ বৈদ্যুতিন সামগ্রী মিলে প্রায় দেড় লক্ষ টাকার ক্ষতি। কোনরকমে রক্ষা পায় ঘরের মধ্যে শুয়ে থাকা ছোট্ট শিশু। শিশুকে বাঁচাতে গিয়ে ঝলসে গেছেন মা। এমনিতেই দুঃস্থ। বাড়িতে থাকা দামি জিনিসপত্র পুড়ে যাওয়ায় পথে বসতে হবে এমনই অবস্থা। টিনের দেওয়াল ও টিনের ছাউনি দেওয়া বাড়ি। পরিযায়ী শ্রমিক সুমিত ঘোষের বাড়িতে আগুন লেগে যাওয়ার ঘটনায় জোর চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে মালদার মানিকচক ব্লকের চৌকি মিরদাদপুর অঞ্চলের নাড়ি দিয়ারা মাধবপুর এলাকায়।

সুমিত ঘোষের স্ত্রী সিমা ঘোষের বক্তব্য ' আমি ঘরের বাইরে ছিলাম। আমার সন্তান ঘরে ঘুমাচ্ছিলো। হঠাৎ করে দেখি ফ্রিজে আগুন লেগে যায়। তারপর টিভিতে, পাখায়। কিছুই বুঝতে পারছিলাম না কি করি। আতঙ্কিত থাকলেও দৌড়ে গেলাম ঘরে। আমার বছর খানেকের শিশুকে কোনোরকমে নিয়ে আসলাম বাইরে। যদিও আমি কিছুটা ঝলসে গেছি। ফ্রিজের উপরে রাখা ছিল নগদ ২৫ হাজার টাকা সব মিলিয়ে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা আমার ক্ষতি হয়েছে। আমরা খুব গরিব মানুষ। সরকার আমাদের পাশে দাঁড়ালে উপকার হতো।

একটা সময় খেলা ছেড়ে দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন: অর্জুন জয়ী ঐহিকার?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হাতে কয়েকদিন আগেই পাওয়া অর্জুন পুরস্কারটা ধরে দেদার পোজ দিয়ে যাচ্ছেন। চারিদিকে গুণগ্রাহীতে ভরা। সাফল্যের পর এভাবেই শনিবার, ২৪ ফেব্রুয়ারি বিকেলে কলকাতায় নিজের দুই কোচ পৌলমী ঘটক আর সৌম্যদীপ রায়ের অ্যাকাডেমিতেই অনুরাগীদের মধ্য মিশে যাচ্ছিলেন ঐহিকা মুখোপাধ্যায় ।হাতে অর্জুন পুরস্কারটি ধরে গড়গড় করে যেন অতীতের দিনগুলোতে ফিরে যাচ্ছিলেন ঐহিকা। বলছিলেন, "ছোটবেলায় চেহারাটাও একটু ভারী ছিল। আমাকে ফিট রাখার জন্য টিটিতে ভর্তি করানো হয়েছিল। তখন কী আর এই সব কথা ভেবেছি?" কথা প্রসঙ্গে এল বুসানে বিশ্বের এক নম্বর প্যাডলারের বিরুদ্ধে জয়ের কাহিনি। ঐহিকা বললেন, "আমি বরাবর সেরা খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে খেলতে ভালোবাসি। নিজেকে বুঝিয়েছিলাম, ও রক্তমাংসের একজন মানুষ। এশিয়ান গেমসের পদকের কথাটা আমার মাথায় ঘুরছিল তখন। চিনের বিরুদ্ধে সেখানে

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ৫৫ সংখ্যা ২৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ সোমবার ১৩ ফাল্গুন, ১৪৩০

৩ পাতার পর

একটা সময় খেলা ছেড়ে দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন: অর্জুন জয়ী ঐহিকার?

আমরা জিতেছিলাম।"

অলিম্পিকে কী হবে এখনও জানেন না। তবে অলিম্পিকের কথা মাথায় না রেখে নিজের প্রস্তুতিতে ডুবে থাকতে চান ঐহিকা। এদিন ধানুকা ধুনসেরি সৌম্যদীপ-পৌলমী টেবল টেনিস অ্যাকাডেমি থেকে তাঁকে এই সাফল্যের জন্য সম্মানিত করা হল। সঙ্গে এক লক্ষ টাকা দেওয়া হল। এই অনুষ্ঠানে সম্মান জানানো হয় তাঁরই আরেক সতীর্থ সুতীর্থা মুখোপাধ্যায়কেও। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিকে ধানুকাও।দেখে কে বলবে, এই মেয়েটিই গত বছর জানুয়ারি মাসে খেলা ছেড়ে দেবেন বলে ভেবেছিলেন?

হ্যাঁ, চোট পেয়ে খেলা ছেড়ে দেওয়ার কথা চিন্তা করা ঐহিকা। যদি সেদিন সত্যি টিটি ব্যাট তুলে রাখতেন, তাহলে আজ বাঙালি পেত না একজন অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত প্যাডলারকে। শুধু তাই নয়, ইতিহাসে নাম লিখে ফেলা ঐহিকা এখন সারা দেশে চর্চার বিষয়। কারণ, বিশ্বের এক নম্বর ক্রমতালিকায় থাকা চিনের সান ইয়েন সানকে হারিয়েছেন তিনি।

সংবর্ধনা পেয়ে গত বছরের সেই কঠিন সময়ের কথাই তুলে ধরছিলেন ঐহিকা। তিনি বলেন, "আজ আপনারা দেখছেন যে, বেশ কিছু সাফল্য পেয়েছি আমি। কিন্তু গত বছর জানুয়ারিতে একটা পেয়েছিলাম। মনে হয়েছিল এবার খেলা ছেড়ে দিতে হবে। তারপর দুই-তিন মাস আমি বিশ্রামে ছিলাম। ন্যাশনালসেও যেতে পারছিলাম না। সহকর্মীরা তখন আমাকে বলেছিল খেলা না ছাড়তে। তাই পরের প্রতিযোগিতাগুলোতে নেমেছিলাম। তারপরের ঘটনা সবার জানা।"

সম্পাদকীয়

তৃণমূল শাসনের ১৩ বছরে সন্দেশখালি 'নজিরবিহীন'

১৩ বছর। এক যুগেরও বেশি পার। বাংলায় তৃণমূলের এই ১৩ বছরের শাসনে বিবিধ ঘটনা ঘটেছে। আন্দোলনও হয়েছে। কিন্তু শাসকদলের নেতারাও ঘনিষ্ঠ এবং একান্ত আলোচনায় মেনে নিচ্ছেন, সন্দেশখালি সব দিক থেকেই 'নজিরবিহীন'। যা দলের জন্য দুশ্চিন্তার এবং উদ্বেগের। বগটুই ছিল তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল আর কাঁচা টাকার রাজনীতির নিদারুণ ফল। সেখানে তিন দিনের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছিলেন। ভাঙড়ের পরিস্থিতিও স্বাভাবিক হয়েছে ধীরে ধীরেই। সন্দেশখালিতেও মন্ত্রীদের পাঠিয়ে, পুলিশের ক্যাম্প করে বাসিন্দাদের অভিযোগ নিয়ে আস্থা তৈরির জোড়া কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও শাসকদলের মধ্যে এই আলোচনা রয়েছে যে, যে গভীর রাজনৈতিক ক্ষত তৈরি হচ্ছে তাতে লোকসভার আগে প্রলেপ পড়বে কি না!

যদিও শাসকদলের নেতৃত্বের একাংশ এমনও জোর দিয়ে বলছেন যে, তৃণমূল স্তরে ভোটে এর কোনও প্রভাবই পড়বে না। এক নেতার কথায়, "গোলমাল বা আন্দোলন হচ্ছে চার-পাঁচটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। সেখানে ইচ্ছে করে গোলমাল জিইয়ে রাখা হচ্ছে। কিন্তু মানুষ টানা অশান্তি চান না। প্রশাসনও ব্যবস্থা নিচ্ছে। হয়তো আগে কোনও ভুল হয়েছে। কিন্তু প্রশাসন তো তার সংশোধনও করছে।"এই ১৩ বছরে যে যে ঘটনায় তৃণমূলকে 'বেগ' পেতে হয়েছিল, তার মধ্যে অন্যতম বীরভূমের বগটুই।কারণ, রামপুরহাটের ওই গ্রামে একটি খুনের পাল্টা রাতের অন্ধকারে লাইন দিয়ে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে জীবন্ত মানুষকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। ভাঙড়ের কাশীপুর থানার নতুনহাট এলাকা পাওয়ার গ্রিড বিরোধী জমি আন্দোলন ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। জমি আন্দোলনে মৃত্যু হয়েছিল আলমগির মোল্লা এবং মফিজুল খানের। তফাত একটাই বগটুই এবং ভাঙড় দু'জায়গাতেই শবদেহ ছিল। সন্দেশখালিতে তা নেই। কিন্তু আন্দোলন রয়েছে।

রাজনীতির কারবারিরা বিলক্ষণ জানেন, যে কোনও আন্দোলনে 'মৃত্যু' ঘটনার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। তার উদাহরণ নন্দীগ্রাম। মৃত্যু আন্দোলনকে দীর্ঘমেয়াদি করে। কিন্তু মৃত্যুহীন সন্দেশখালিতে প্রতি দিন যে ভাবে নতুন নতুন অভিযোগ উঠছে, তাতে শাসকদলের মধ্যেও আশঙ্কার মেঘ জমছে। তৃণমূলের অন্দরে প্রশ্ন, স্থানীয় নেতাদের বিরুদ্ধে এত ক্ষোভ, মহিলাদের এই রণমূর্তি, তা দলের গোচরে এল না কেন? শাসকদলের এক নেতার জবাব, "গণসংগঠনের যে ভূমিকা থাকা উচিত, তা ছিল না। দলের কর্মসূচির যে রিপোর্ট রাজ্য স্তরে পৌঁছত, তা-ও জল মেশানো। এখন সবটা বোঝা যাচ্ছে।" সার্বিক ভাবে ব্লক স্তরের সংগঠন, তাতে জেলা স্তরের নজরদারি এবং রাজ্য নেতৃত্বের পর্যবেক্ষণ। এই তিনটি স্তরে রাজনৈতিক দলের সংগঠন কাজ করে। সন্দেশখালিতে সেই গোটা সাংগঠনিক প্রক্রিয়াই ভেঙে পড়েছিল বলে অভিমত নেতাদের একাংশের।

লোকসভা ভোটের আগে দলকে স্লোগান বেঁধে দিয়েছেন 'তৃণমূলের সেনাপতি' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর স্লোগান-'জমিদারি হটাও, বাংলা বাঁচাও!' অভিষেক বিজেপির বিরুদ্ধে দখলদারির মানসিকতার অভিযোগ তুলে 'জমিদারি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যা তিনি করেছিলেন গত অক্টোবরের আন্দোলনেও। কিন্তু সন্দেশখালিতে প্রতি দিন যা যা প্রকাশ্যে আসছে, তা কি অভিষেকের স্লোগানের পরিপন্থী নয়? তৃণমূলের এক বিধায়কের কথায়, "যা অভিযোগ জানা যাচ্ছে, তার চার আনাও যদি সত্যি হয়, তা হলে বুঝতে হবে তৃণমূলের ঝান্ডাকে সামনে রেখে শাহজাহান শেখ, শিবু হাজরা, উত্তম সর্দারেরা সন্দেশখালিতে তাঁদের জমিদারিই কায়েম করেছিলেন।"

বস্তুত, ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে বাংলায় ধাক্কা খাওয়ার পর তৃণমূল পেশাদার সংস্থাকে নিয়োগ করেছিল। তার পর সংগঠনের সঙ্গে মানুষের সমন্বয়ের জন্য ধারাবাহিক কর্মসূচি নিয়ে গিয়েছে শাসকদল। মানুষের ক্ষোভের বাষ্প যাতে বেরিয়ে যায়, সেই ক্ষোভ যাতে ভোটে প্রতিফলিত না হয়, তার জন্য 'দিদির দূত' কর্মসূচিতে এলাকায় এলাকায় নেতাদের রাত্রিবাসের কর্মসূচি দেওয়া হয়েছিল। সন্দেশখালিতে তা কতটা হয়েছে, তা নিয়ে এখন সন্দিহান দল। 'হয়েছে' বলে রিপোর্ট এসেছিল। কিন্তু তার সঙ্গে যে সত্যের দূরত্ব ছিল, তা এখন ময়নাতদন্তে বসে মেনে নিচ্ছেন নেতারাও। শাসকদলের নেতারা আরও একটি বিষয় নিয়ে চিন্তিত মহিলাদের উপর অত্যাচারের যে অভিযোগ উঠছে, তাতে সত্য-মিথ্যা প্রমাণের আগেও 'ধারণার প্রশ্ন' বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। তৃণমূলের এক প্রথম সারির নেতার কথায়, "দিদির ভোটের অন্যতম ভিত্তি মহিলা ভোট। সন্দেশখালির মহিলারা যা বলছেন, তাতে সল্টলেকের মহিলারা প্রভাবিত হলে বিস্মিত হওয়ার কিছু থাকবে না।" সন্দেশখালির আন্দোলনের মেজাজ, মহিলাদের সামনে এগিয়ে আসা, পুলিশের সঙ্গে সংঘাত ইত্যাদি সূচককে অনেকেই নন্দীগ্রামের সঙ্গে তুলনা করতে চাইছেন। কেউ কেউ এমনও বলছেন, নন্দীগ্রামে যেমন লক্ষ্মণ শেঠের বিরুদ্ধে গণরোষ তৈরি হয়েছিল, তেমন সন্দেশখালির 'লক্ষ্মণ শেঠ' হলেন শাহজাহান। সেই আখ্যান তৈরি করার চেষ্টা করছে প্রধান বিরোধী দল বিজেপিও। যদিও অভিজ্ঞদের অনেকের বক্তব্য, নন্দীগ্রামে আন্দোলন শুরু হয়েছিল ২০০৭ সালের জানুয়ারির গোড়ায়। তার পর ১৪ মার্চ পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছিল। নন্দীগ্রামে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পুলিশ গোড়ায় ঢুকতেই পারেনি। গোটা নন্দীগ্রাম কার্যত 'মুক্তাঞ্চল' হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সন্দেশখালি তা নয়। সেখানে পুলিশ যাচ্ছে, ডিজি যাচ্ছেন, মানুষের ক্ষোভ থাকলেও শাসকদলের নেতা-নেত্রীরাও ঢুকতে পারছেন। তবে অন্য অংশের বক্তব্য, নন্দীগ্রামের সঙ্গে সন্দেশখালির মৌলিক একটি মিল রয়েছে। তা হল জমি এবং রুটিরুজি।নন্দীগ্রামে 'ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি' একটি সংগঠিত মঞ্চ ছিল। নেপথ্যে ছিল নানা রঙের রাজনীতি। সন্দেশখালিতে এখনও তেমন কোনও মঞ্চ নেই। তবে রাজনীতি আছে। যা সরকার এবং প্রতিষ্ঠানের বিরোধী। বাম জমানায় নন্দীগ্রাম এবং তৃণমূল জমানায় ভাঙড়ের আন্দোলনে নকশালপন্থীদেরও উপস্থিতি এবং অংশগ্রহণ ছিল। সন্দেশখালিতে এখনও তেমন কিছু জানা যায়নি। ফলে নদীঘেরা ন'টি দ্বীপাঞ্চলের আন্দোলন একেবারেই সেখানকার স্থানীয় মানুষের। তবে সেই আন্দোলনে ঘৃতাহুতি দিতে অনুঘটকের ভূমিকা রয়েছে বিরোধীদেরও।

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

রাজনীতি নয় ধর্ম নিয়ে গরামি নয়, ধর্ম নিয়ে নৈতিকতার জীবনে মানুষের চলার মূল চাবিকাঠির নাম হচ্ছে ধর্ম। ধর্মের সম্প্রীতি বোঝাই করে যে দেবী তিনি হচ্ছেন সরস্বতী। প্রতি বছর মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের শ্রী পঞ্চমী তিথিতে দেবী সরস্বতীর পূজা করা হয়। সরস্বতী হলেন- জ্ঞান, বিদ্যা, সংস্কৃতি ও শুদ্ধতার দেবী।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(দ্বিতীয় পর্ব)

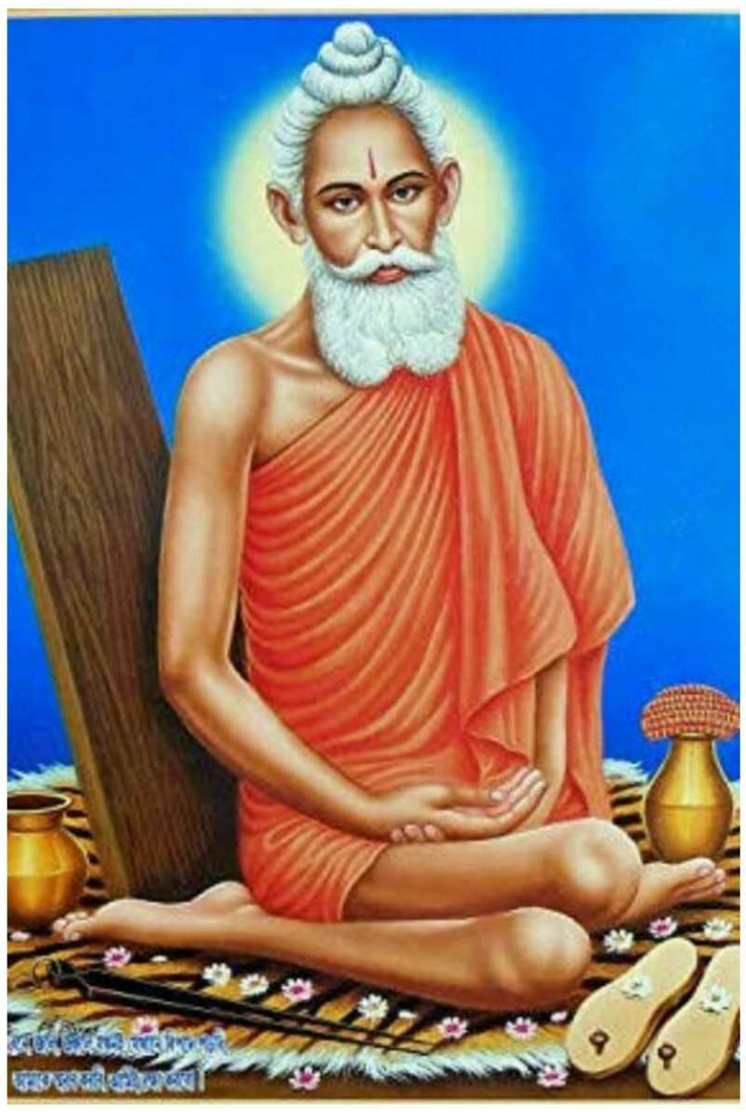

অধিকারী।

তাই মানুষ একমাত্র ভরসা করে ভগবানকে, এই মানুষ তার কর্মক্ষমতা আর ত্যাগ কারনে জগতে ঈশ্বর হয়ে ওঠেন!রণে বনে জলে জঙ্গলে যেখানে বিপদে পড়িবে আমাকে স্মরণ করিবে আমি তোমাকে রক্ষা করিব।জয় বাবা লোকনাথ এই মন্ত্র জীবনের পথকে আরও সুদৃঢ় করে জীবনকে এক উন্নত ও আলোর পথের ঠিকানা দেয়। প্রতিটি কাজ করার আগে বাবা লোকনাথের নাম স্মরণ করলে সেই কাজ ভাল হয়ে থাকে। বারদীর ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ একই অঙ্গে অনোন্য রূপ তিনি স্বয়ং ভগাবান মহেশ্বরের অবতার। যাঁকে মনে মনে ডাকলে ভক্তের সকল আশা ও মনবাঞ্ছা পূরণ হয়ে থাকে। তবে বাবা লোকনাথ শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন জন্মাষ্টমীতে; ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দের ৩১ আগস্ট (১৮ ভাদ্র, ১১৩৭ বঙ্গাব্দ) কলকাতা থেকে কিছু দূরে; উত্তর ২৪ পরগণার চৌরাশি চাকলা গ্রামে একটি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রামনারায়ণ ঘোষাল এবং মাতা কমলাদেবী। তিনি ছিলেন তাঁর বাবা-মায়ের ৪র্থ পুত্র।লোকনাথের জন্মস্থান নিয়ে; শিষ্যদেরও ভেতরে বিতর্ক আছে। নিত্যগোপাল সাহা এ বিষয়ে হাইকোর্টে মামলা করেন ও আদালতের রায় অনুযায়ী; তার জন্মস্থান কচুয়া বলে চিহ্নিত হয়। যদিও অনেকে মনে করেন তার জন্মস্থান; বর্তমান উত্তর ২৪ পরগণার চৌরাশি চাকলা গ্রামে; যা এখন চাকলাধাম নামে লোকনাথ ভক্তদের নিকট পরিচিত। পার্শ্ববর্তী গ্রাম (কাঁকড়া) কচুয়া গ্রামে বাস করতেন; ভগবান গাঙ্গুলী নামে ভারতবর্ষের নামকরা এক পন্ডিত। এগার বছর বয়সেই গুরু ভগবান গাঙ্গুলীর কাছে; একমাত্র বন্ধু বেনীমাধব সহ সন্ন্যাস গ্রহণ এবং তারপর গৃহত্যাগ করেন লোকনাথ।

বাবা লোকনাথকে নিয়ে আছে অনেক গল্প। ধর্মপ্রচারক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী চন্দ্রনাথ পাহাড়ে গাছের নীচে ধ্যানমগ্ন ছিলেন; হঠাৎ চোখ খুলে দেখেন চারিদিকের আগুনের লেলিহান শিখা; প্রচন্ড ধোঁয়ায় নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। অজ্ঞান হবার মুহূর্তে দেখতে পান; এক দীর্ঘদেহী উলঙ্গ মানুষ তাকে কোলে তুলে নিচ্ছেন। যখন জ্ঞান ফিরে পান দেখেন; আসে-পাশে কোন জনমানব নেই। তিনি একা পাহাড়ের নিচে শুয়ে আছেন।পরবর্তীকালে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী নামি ধর্মপ্রচারক হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। ভারত এবং বাংলাদেশে তার অসংখ্য ভক্ত ছিল। তিনি যখন নারায়নগঞ্জ এর বারদী আসেন; তখন বাবা লোকনাথকে দেখে চিনতে পারেন। বুঝতে পারেন, ইনিই তার জীবন বাঁচিয়েছিলেন। এরপর সারা ভারত এবং বাংলাদেশে প্রচারবিমুখ বাবা লোকনাথের অসামান্য যোগশক্তির কথা; প্রচার করে বেড়ান এই বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। তখন থেকেই মানুষ বাবা লোকনাথ সম্পর্কে জানতে পারেন।

লোকনাথ বাবার বারদী আসা নিয়েও আছে গল্প। সীতাকুন্ডু থেকে বাবা লোকনাথ চলে আসেন দাউদকান্দি। এখানেই পরিচয় হয় বারদী নিবাসী-ডেঙ্গু কর্মকারের সাথে। তিনি জোর করা বাবাকে নিয়ে আসেন বারদী।বাবা লোকনাথ বলেছিলেন, "ডেঙ্গু তুই আমাকে নিয়ে যেতে চাইছিস, আমি তোর সাথে যেতে প্রস্তুত, কিন্তু এই লেংটা পাগলাকে তুই কিভাবে ঘরে রাখবি। লোকে তোকে ছি ছি করবে। সহ্য করতে পারবি। ভেবে দেখ?"। ডেঙ্গু উত্তরে বলেছিলেন; "আমি কিছু বুঝি না, আপনাকে আমার সাথে যেতে হবে। লোকে যা বলে বলুক। শুধু আপনি কথা দেন বারদী ছেড়ে কোথাও যাবেন না"।ডেঙ্গুর সাথে বাবা লোকনাথ চলে আসেন বারদী। ছোট ছোট ছেলেরা বাবাকে পাগল ভেবে; পাথর মারতে থাকে। ডেঙ্গুর পরিবারে বাবাকে নিয়ে শুরু হয় অশান্তি। বারদীর ধনী জমিদার নাগ-পরিবার; তারা বাবাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন। কিন্তু বাবা থাকার জায়গা বেছে নেন; ছাওয়াল বাঘিনীর নদীর পাড়ের শ্মশানভূমি।ঘন জঙ্গলে ঘেরা এই শ্মশানভূমি। দিনের বেলায় গ্রামের মানুষ যেতে ভয় পেত। এইখানেই বাবা নিজ হাতে নিজের জন্য তৈরি করেন কুটির। যা আজ সারা বিশ্বের বাবা লোকনাথ ভক্তদের কাছে; এক মহান তীর্থভূমি। লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হয় এই পূণ্যভূমিতে। কেঁদে, মাটিতে গড়াগড়ি খেতে খেতে; অসংখ্য মানুষ নিজেদের দুঃখের কথা জানায় বাবা লোকনাথের কাছে।বাবা বলতেন -"ওরা বড় দুঃখী, ওরা বড় অসহায়। ছোট ছোট ওদের চাওয়া গুলো পূরণ করে দেওয়ার কেউ নেই; তাই তো ওরা আমার আছে ছুটে আসে; ওদের দুঃখের কথা; কষ্টের কথা আমাকে বলতে। ওদের দুঃখের কথা আমি শুনি বলেই; আমার কাছে ওদের যত আবদার, অধিকার। সংসারের কঠিন পথ চলতে চলতে ওরা ক্ষতবিক্ষত; ওদের বিশ্বাস আমিই ওদের দুঃখ দূর করে দিতে পারি"। বাবার শিষ্যদের নিয়েও আছে অনেক গল্প। ফরিদপুর জেলার পালং থানার মহিসা গ্রামে রজনীকান্ত চক্রবর্তীর জন্ম। ঢাকা ওয়ারীতে তিনি ব্রহ্মচারী যোগাশ্রম প্রতিষ্টা করেন। পরে তা ফরিদাবাদে স্থানান্তর করেন। তিনি বাবা লোকনাথের স্মরণে আসেন; ১৮৮৬ থেকে ১৮৯০ সালের দিকে। বাবার একজন যোগ্য শিষ্য হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন।বারদীর আশ্রমের কাছেই এক বৃদ্ধা, নাম-কমলা। সম্বল বলতে এক গরু ছাড়া কিছুই ছিল না। দুধ বিক্রি করে দিন চালাতেন। লোকমুখে বাবা লোকনাথের প্রশংসা শুনে; এক বাটি দুধ নিয়ে বাবাকে দেখার জন্য চলে আসেন। বাবা লোকনাথ তাঁকে মা বলে ডাকে কাছে টেনে নেন। লোকনাথ বাবা তাঁকে "মা" ডাকতেন বলে; পরবর্তীতে তিনি 'গোয়ালিনী মা' নামে পরিচিতি লাভ করেন। শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি লোকনাথ বাবার আশ্রমেই কাটান। ব্রহ্মানন্দ ভারতী ঢাকার বিক্রমপুরের পশ্চিমপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিক নাম তারাকান্ত গাঙ্গুলী। আইন পেশায় ও শিক্ষকতায় জড়িত ছিলেন। লোকমুখে বাবা লোকনাথের কথা শুনে; কৌতুহলবশতঃ দেখতে আসেন। পরে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি দান করে; বাবার আশ্রমে চলে আসেন। বাবা নতুন নামকরণ করেন-ব্রহ্মানন্দ ভারতী। তাঁর হাতেই প্রথম রচিত হয়- লোকনাথের জীবন কাহিনী ও দর্শন।পরবর্তীতে কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী নামে এক বিজয়কৃষ্ণের শিষ্যের লিখিত "সদগুরু সঙ্গ" প্রামান্য সাধনগ্রন্থ রূপে সমাদৃত হয়। বাবা লোকনাথের অন্যতম প্রধান শিষ্য ছিলেন মথুরা মোহন চক্রবর্তী। "শক্তি ঔষধালয়" -এর প্রতিষ্টাতা। প্রথম জীবনে ঢাকার রোয়াইল গ্রামে; হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে কাজ করতে করতে আয়ুর্বেদ ঔষধের ব্যবসা শুরু করেন। ঢাকার

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

আমাদের এক হওয়ার উদ্যোগ সফল হবে কি না জানি না : প্রিয়াঙ্কা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতীয় বাংলা সিনেমার তারকা দম্পতি প্রিয়াঙ্কা সরকার ও রাহুল ব্যানার্জি সব মান-অভিমান ভুলে গত বছর থেকে ফের একসঙ্গে সংসার শুরু করেছেন। বর্তমানে তাদের সম্পর্কের সমীকরণটা কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে? ভারতীয় একটি গণমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এ প্রশ্নের মুখে পড়েন প্রিয়াঙ্কা সরকার।

জবাবে প্রিয়াঙ্কা সরকার বলেন, 'আমরা এক হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিন্তু আমাদের আরো একটু সময় চাই। কারণ মাঝে আমাদের দু'জনের জীবনেই অনেক কিছু ঘটেছে। যুগল হিসেবে হয়তো তখন আমরা সফল ছিলাম না। কিন্তু আমরা এখনো বন্ধু এবং একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। দু'জনেই দু'জনের ভুল-ত্রুটিগুলো জেনে আমাদের এই উদ্যোগটা সফল হোক সেটাই চাই, হবে কী না জানি না।'

আপনাদের এই 'চেষ্টা' কী আপনাদের পুত্র সহজের কথা ভেবেই? উত্তরে প্রিয়াঙ্কা সরকার বলেন, 'শুধু সহজ নয়, জীবনের এই পর্যায়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের দোষ-গুণ জেনে মনে হয়েছিল, আমরা আরো একবার চেষ্টা করে দেখতেই পারি। যখন আলাদা ছিলাম তখন প্রচুর অনুরাগীদের কাছে মন্তব্য পেতাম যে, আমাদের এক হয়ে যাওয়া উচিত। নতুন করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরেও প্রচুর শুভেচ্ছাবার্তা পেয়েছি। ভবিষ্যতে কী হবে, জানি না।'

জীবনে দ্বিতীয় সুযোগে বিশ্বাস করেন? জবাবে প্রিয়াঙ্কা সরকার বলেন, 'আমি এক সময় প্রচুর ভুল করেছি। ঈশ্বরের আশীর্বাদে আবার সুযোগ পেয়েছি। ১৭ বছর বয়সে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম, বহু বছর মা-বাবার সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ ছিল না। আজকে আমি আমার মা-বাবার সঙ্গেই রয়েছি। এই সুযোগটা তো সকলে পান না। আমি যখন সুযোগ পেয়েছি, তখন ইগো ধরে রেখে অন্য কাউকে তার ভুল শুধরে নেওয়ার সুযোগ না দেওয়াটা ঠিক নয়।'

এখন আপনার কী মনে হচ্ছে পুনরায় সম্পর্কে ফেরার সিদ্ধান্তটা সঠিক? জবাবে প্রিয়াঙ্কা সরকার বলেন, 'এত দ্রুত এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। কিন্তু হ্যাঁ, কিছু সুবিধা হয়তো হয়েছে। যেমন- আমি ও রাহুল দুই পরিবারের দায়িত্ব ভাগ করে নিচ্ছি, ফলে কাজে বেশি মন দিতে পারি।'

উল্লেখ্য, ভালোবেসে বিয়ে করেন রাহুল ব্যানার্জি ও প্রিয়াঙ্কা সরকার। তাদের সংসার জীবন বেশ ভালোই কাটছিল। কিন্তু পুত্র সহজের জন্মের পর তাদের সংসারে ফাটল ধরতে শুরু করে। ২০১৭ সালে আলাদা হয়ে যান এই দম্পতি। তারপর পাল্টাপাল্টি অভিযোগ করে বহুবার খবরের শিরোনাম হয়েছেন তারা। পরে পুত্র সন্তান সহজের দায়িত্ব এড়ানো, প্রিয়াঙ্কাকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ এনে রাহুলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন প্রিয়াঙ্কা সরকার।

বিয়ে সারলেন বলিউড তারকা রাকুল প্রীত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দীর্ঘদিন চুটিয়ে প্রেমের পর ২১ ফেব্রুয়ারি বিয়ের করলেন ভারতীয় অভিনেত্রী রাকুল প্রীত সিং। পাত্র দীর্ঘদিনের প্রেমিক অভিনেতা ও প্রযোজক জ্যাকি ভগনানি। ইতিমধ্যেই তাদের বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে। দক্ষিণ গোয়ার আইটিসি হোটেলে বসেছিল তাদের বিয়ের আসর।

ভারতীয় বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম বলছে, গোয়ায় পাঞ্জাবি রীতি মেনে বিয়ে করেছেন এই তারকা জুটি। সেখানে দুই পরিবারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং বন্ধুদের পাশাপাশি একাধিক বলিউড তারকা অংশ নিয়েছিলেন। এই তালিকায় ছিলেন শিল্পা শেঠি, আয়ুষ্মান খুরানা, অর্জুন খুরানা, ডেভিড ধাওয়ান প্রমুখ।

বিয়ের মুহূর্ত ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করেছেন রাকুল-জ্যাকি দু'জনেই। সঙ্গে তারা ক্যাপশনে লেখেছেন, 'এখন থেকে আমার এবং চিরদিনের জন্য।' ছবির মন্তব্যের ঘরে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভারতের শোবিজ তারকারা। ভালোবাসার ইমুজি জুড়ে দিয়েছেন, জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ থেকে রীতেশ দেশমুখ।

গত শনিবার রাতেই সপরিবার গোয়ায় উড়ে গিয়েছেন হবু বর-কনে। সঙ্গীত, মেহেন্দি, গায়ে হলুদের পাশাপাশি বিয়ের সমস্ত উদযাপনই হয়েছে গোয়াতে। তবে এখন পর্যন্ত নবদম্পতি বিয়ের ছবি প্রকাশ্যে আসেনি। ২০২১ সালের অক্টোবরে রাকুল প্রীতের জন্মদিনে এক ইনস্টাগ্রাম পোস্টে প্রেমের বিষয়টি জানান জ্যাকি ভগনানি। এরপর থেকে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে নিয়মিত দেখা গেছে দু'জনকে।

আসছে 'পাঠান ২', শুটিং শুরু ডিসেম্বরে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : 'পাঠান' সাফল্যের পর এবার ছবিটির দ্বিতীয় কিস্তি নিয়ে আসছেন কিং খান' খ্যাত শাহরুখ খান, যেটি হতে যাচ্ছে আদিত্য চোপড়ার স্পাই ইউনিভার্সের ৮ম সিনেমা। ছবিটির শুটিং শুরু হবে আসছে ডিসেম্বরে।

পিঙ্কভিলার প্রতিবেদন অনুসারে, 'পাঠান ২' এর চিত্রনাট্য প্রায় সম্পন্ন করে ফেলেছেন আদিত্য চোপড়া। 'টাইগার বনাম পাঠান; এর আগে স্পাই ইউনিভার্সের ৮ম ফিল্ম হিসেবে 'পাঠান ২' মুক্তি পাবে। শুধু তাই নয়; এতে অগ্রিম দুজনের (শাহরুখ ও সালমান) লড়াইয়ের কিছু অংশ দেখানো হবে।

এও জানা গেছে, এ বছরের ডিসেম্বরে দ্বিতীয় কিস্তির শুটিং শুরু করার পরিকল্পনা করছেন প্রযোজক আদিত্য চোপড়া ও শাহরুখ।

সূত্র জানিয়েছে, 'পাঠান ২' মহাবিশ্বের টেন্টপোল স্পাই ফিল্ম হিসাবে ডিজাইন করা হয়েছে যা সামনের সময়ে আরও বড় সংঘর্ষ সেট করবে। প্রকৃতপক্ষে, 'টাইগার বনাম পাঠান' এ তাদের বড় যুদ্ধের শুরুটা হবে 'পাঠান ২' থেকে।

উল্লেখ্য, গেল বছরে 'পাঠান' দিয়ে রাজকীয় প্রত্যাবর্তন ঘটে শাহরুখ খানের। বিশ্বব্যাপী হাজার কোটির উপরে ব্যবসা করে। এতে শাহরুখ খান ছাড়াও ছিলেন জন আব্রাহাম, দীপিকা পাড়ুকোন।

মার্চে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে যাচ্ছেন প্রিয়াঙ্কা-পরিণীতির বোন মীরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিক জোনাসকে বিয়ে করে সংসারী হয়েছেন জনপ্রিয় বলিউড নায়িকা প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। তার কাজিন পরিণীতি চোপড়াও বছর খানেক আগে বিয়ে করেছেন আপনেতা রাঘব চাড্ডাকে। এবার বিয়ের পিঁড়িতে বসতে যাচ্ছেন প্রিয়াঙ্কা ও পরিণীতির আরেক কাজিন মীরা চোপড়া।

সূত্র জানাচ্ছে, মার্চের ১১-১২ তারিখেই হবে বিয়ের অনুষ্ঠান। তিন বছর ধরে এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন মীরা। তার সঙ্গেই ঠিক হয়েছে বিয়ে। বিয়ের আসর বসবে মুম্বাইয়ে, জানা গেছে এমনটাই। ইতিমধ্যেই জোরকদমে চলছে বিয়ের প্রস্তুতি।

প্রিয়াঙ্কা অথবা পরিণীতির মতো সেভাবে বলিউডে নিজের রাজত্ব কায়েম করতে পারেননি মীরা। '১৯২০ লন্ডন', 'গ্যাং অব গোস্ট'সহ বেশ কিছু ছবিতে তাকে দেখা গেলেও মনে রাখার মতো কাজ, এখনও হয়নি বললেই চলে। মাস কয়েক আগে এক সাক্ষাৎকারে নিজের বোনদের নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছিলেন মীরা।

তিনি জানিয়েছিলেন, কর্মক্ষেত্রে বাকি দুই জনের থেকে কোনও সাহায্য তিনি পাননি। এখানেই না থেমে তিনি আরও বলেছিলেন, বোনেদের মধ্যেকার বন্ধনটা কোথাও হারিয়ে গেছে। মীরা জানিয়েছিলেন, প্রিয়াঙ্কার পরিবারের সঙ্গে তার সম্পর্ক মোটামুটি ভাল হলেও বহুযুগ হয়ে গেছে, তিনি কথা বলেন না পরিণীতির সঙ্গে। এমনকি দুই পরিবারের মধ্যেও নেই কোনও যোগাযোগ, জানিয়েছিলেন এমনটাই।

পরিণীতির বাগদানে হাজির হয়েছিলেন প্রিয়াঙ্কা। বিয়েতে যদিও আসেননি। মীরার বিয়েতে তিনি আসেন কিনা এখন সেটাই দেখার।

দীপিকার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার গুঞ্জন

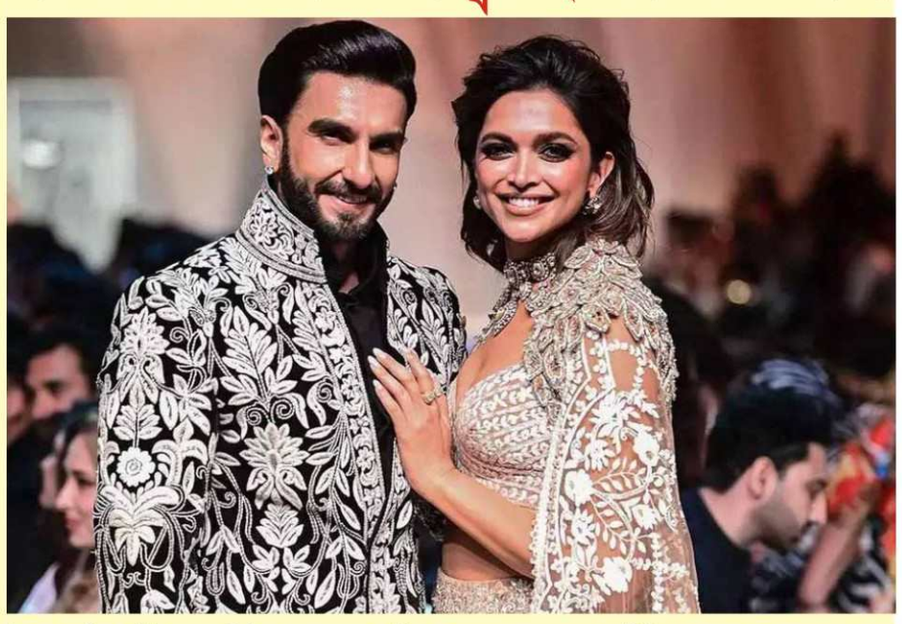

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এবার মা হতে চলেছেন জনপ্রিয় বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন। দীপিকার ঘনিষ্ঠ এক সূত্রের বরাত দিয়ে এক প্রতিবেদনে এমনটাই দাবি করেছে ভারতীয় ম্যাগাজিন দ্য উইকে। বলা হয়েছে, দীপিকা পাড়ুকোন এখন সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার'র (১৪-২৭ সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা) পার করছেন। সবকিছু ঠিক থাকলে খুব শিগগিরই প্রথম সন্তানের বাবা-মা হতে চলেছেন রণবীর-দীপিকা দম্পতি।

কয়েক দিন আগে লন্ডনের রয়্যাল ফেস্টিভ্যালে বসেছিল ৭৭তম ব্রিটিশ অ্যাকাডেমি অব ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন আর্টস (বাফটা) অ্যাওয়ার্ডেসের আসর। এতে সব্যসাচি মুখার্জির ডিজাইন করা শাড়ি পরে হাজির হয়েছিলেন দীপিকা। এ মঞ্চে শাড়ি দিয়ে বারবার পেট আড়াল করার চেষ্টা করেছেন তিনি। এরপর দীপিকার হওয়ার গুঞ্জন জোরালো হয়। এদিকে দ্য উইকের প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে দীপিকার মা হওয়ার খবর প্রচার করেছে হিন্দুস্তান টাইমসসহ ভারতীয় একাধিক গণমাধ্যম। যদিও পুরো বিষয়টি নিয়েই এখনও নীরব ভূমিকায় রয়েছেন রণবীর সিং ও দীপিকা পাড়ুকোন। সম্প্রতি 'ভোগ সিঙ্গাপুর' ম্যাগাজিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ফ্যামিলি প্ল্যানিং নিয়ে কথা বলেন দীপিকা। যেখানে তিনি বলেন, 'রণবীর ও আমি দুজনেই এখন সন্তান চাই। আমরা পরিবার তৈরি করতে চাচ্ছি।'

জোড়া দ্বিশতরানের পুরস্কার পেলেন জয়সওয়াল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : টেস্ট ক্রিকেটে আরেকটি ডাবল সেঞ্চুরির পুরস্কার র‍্যাঙ্কিংয়েও পেলেন যশস্বী জয়সওয়াল। এই সংস্করণে ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ পনেরো জনের মধ্যে জায়গা করে নিলেন ভারতের তরুণ ব্যাটসম্যান।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে রাজকোট টেস্টে ভারতের রেকর্ড ৪৩৪ রানের জয়ে ব্যাট হাতে বড় অবদান রাখেন জয়সওয়াল। দলের দ্বিতীয় ইনিংসে ১২ ছক্কায় তার ব্যাট থেকে আসে অপরাজিত ২১৪ রানের ইনিংস। বিশ্বের সপ্তম ও ভারতের তৃতীয় ক্রিকেটার হিসেবে টানা দুই টেস্টে ডাবল সেঞ্চুরির কীর্তি গড়েন তিনি। টেস্টের এক ইনিংসে সবচেয়ে বেশি ছক্কার রেকর্ডে বসেন ওয়াসিম আকরামের পাশে।

বিশাখাপাত্তামে আগের টেস্টে ডাবল সেঞ্চুরি করে র‍্যাঙ্কিংয়ে ৩৭ ধাপ এগিয়ে ২৯ নম্বরে উঠেছিলেন ২২ বছর বয়সী এই ব্যাটসম্যান। রাজকোটের ইনিংসের পর আরও ১৪ ধাপ এগিয়েছেন তিনি। বুধবার আইসিসির প্রকাশিত র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৫ নম্বরে আছেন বাঁহাতি ওপেনার।

প্রথম ইনিংসের সেঞ্চুরিয়ান ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মা এক ধাপ এগিয়ে ১২ নম্বরে আছেন। ৩ ধাপ এগিয়ে ৩৫তম স্থানে আছেন শুবমান গিল। দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি করেন ৯১ রান। অভিষেকে জোড়া ফিফটি করা সারফারাজ খান র‍্যাঙ্কিংয়ে ঢুকেছেন ৭৫তম স্থানে থেকে, আরেক অভিষিক্ত ধ্রুভ জুরেল আছেন ১০০তম স্থানে। প্রথম ইনিংসে ১৫৩ রান করা ইংলিশ ওপেনার বেন ডাকেট এগিয়েছেন ১২ ধাপ। বাঁহাতি এই ব্যাটসম্যান আছেন ১৩ নম্বরে।

অলরাউন্ড নৈপুণ্যে ম্যাচের সেরা হওয়া রবীন্দ্র জাদেজা ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ৪১ থেকে ৩৪তম স্থানে উঠেছেন। বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে তিন ধাপ এগিয়ে ষষ্ঠ স্থানে আছেন তিনি। অলরাউন্ডারদের তালিকায় শীর্ষস্থান আরও মজবুত করেছেন। ৪১৬ থেকে বেড়ে তার রেটিং পয়েন্ট হয়েছে ক্যারিয়ার সেরা ৪৬৯। ওই ম্যাচে প্রথম ইনিংসে জাদেজার ব্যাট থেকে আসে ১১২ রান। বাঁহাতি স্পিনে দ্বিতীয় ইনিংসে পাঁচটিসহ ম্যাচে নেন ৭ উইকেট। ২-১ ব্যবধানে সিরিজে এগিয়ে যায় ভারত।

কাগিসো রাবাদাকে তিনে নামিয়ে বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে দুই নম্বরে উঠেছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। মায়ের অসুস্থতার খবর শুনে ম্যাচের মাঝপথে তিনি ফিরে যান চেন্নাইয়ে। তার আগে একটি উইকেট নিয়ে বিশ্বের নবম ও ভারতের দ্বিতীয় ক্রিকেটার হিসেবে টেস্টে ৫০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করেন তিনি। পরে আবার দলের সঙ্গে যোগ দিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে একটি উইকেট নেন অভিজ্ঞ এই অফ স্পিনার।

বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন ভারতীয় পেসার জাসপ্রিত বুমরাহ। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টে রান তাড়ায় অপরাজিত সেঞ্চুরি করে ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান মজবুত করেছেন নিউজিল্যান্ডের কেন উইলিয়ামসন। ওই ম্যাচে অভিষেকে ৯ উইকেট নেওয়া কিউই পেসার উইলিয়াম ও'রোক র‍্যাঙ্কিংয়ে ঢুকেছেন ৬১তম স্থানে থেকে। ৭ উইকেটের জয়ে দুই ম্যাচের সিরিজ ২-০তে জিতে নেয় স্বাগতিকরা।

আফগানিস্তানের বিপক্ষে শেষ ওয়ানডের সেঞ্চুরিতে এই সংস্করণে ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৮ থেকে ১১ নম্বরে উঠেছেন শ্রীলঙ্কার পাথুম নিসাঙ্কা। সবার ওপরে আগের মতো আছেন পাকিস্তানের বাবর আজম। বোলারদের তালিকায় চূড়ায় যথারীতি দক্ষিণ আফ্রিকার স্পিনার কেশব মহারাজ, অলরাউন্ডারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে আফগানিস্তানের মোহাম্মাদ নাবি।

টি-টোয়েন্টি বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে এক ধাপ এগিয়ে দুই নম্বরে উঠেছেন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা। শ্রীলঙ্কার এই লেগ স্পিনিং অলরাউন্ডার আফগানিস্তানের বিপক্ষে প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে নেন ৩ উইকেট। প্রথম ম্যাচে ব্যাট হাতে খেলেন ৬৭ রানের ঝড়ো ইনিংস। অলরাউন্ডারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ৭ ধাপ এগিয়ে দুইয়ে আছেন তিনি। এখানে তার ওপরে বাংলাদেশের সাকিব আল হাসান।

বোলারদের তালিকায় পাঁচ ধাপ এগিয়ে আটে উঠেছেন আফগানিস্তানের বাঁহাতি পেসার ফাজালহাক ফারুকি। আগের মতো শীর্ষে আছেন ইংলিশ স্পিনার আদিল রশিদ। ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারতের সূর্যকুমার যাদব ধরে রেখেছেন শীর্ষস্থান।

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট

দ্রুততম ১০ হাজার রানের রেকর্ড বাবরের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : অপেক্ষা ছিল ৬ রানের। মির হামজাকে চোখধাঁধানো কাভার ড্রাইভে চার মারার পরের বলে দুই রান নিয়ে কাঙ্ক্ষিত মাইলফলকে পৌঁছে গেলেন বাবর আজম। একই সঙ্গে তার নাম উঠে গেল রেকর্ড বইয়ে।

স্বীকৃত টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে দ্রুততম ১০ হাজার রানের রেকর্ড গড়লেন পাকিস্তানের তারকা ব্যাটসম্যান। তিনি ভেঙে দিলেন ক্যারিবিয়ান তারকা ক্রিস গেইলের রেকর্ড। পিএসএলে (পাকিস্তান সুপার লিগ) বুধবার (২১ ফেব্রুয়ারি) করাচি কিংসের বিপক্ষে ৫১ বলে ৭২ রানের ইনিংসের পথে এই অর্জন ধরা দেয় বাবরের। পেশাওয়ার জালমি অধিনায়কের আসরে টানা দ্বিতীয় ফিফটির ইনিংসটি গড়া ৭ চার ও ১ ছক্কায়।

বিশ ওভারের ক্রিকেটে বাবরের ১০ হাজার রান হয়ে গেল ২৭১ ইনিংসে। আগের রেকর্ডধারী গেইলের লেগেছিল ২৮৫ ইনিংস। তিনশর কম ইনিংসে এই মাইলফলক ছুঁতে পেরেছেন আর কেবল বিরাট কোহলি। ভারতীয় তারকার লেগেছিল ২৯৯ ইনিংস। বিশ্বের ১৩তম ও পাকিস্তানের দ্বিতীয় ক্রিকেটার হিসেবে ১০ হাজার রানের ঠিকানায় পা রাখলেন বাবর।

৪৫৫ ইনিংসে ১৪ হাজার ৫৬২ রান করে সবার ওপরে আছেন গেইল। বুধবার পেশাওয়ারের বিপক্ষে ব্যাটিংয়ে নামার আগে ৪৯৪ ইনিংসে ১৩ হাজার ১৫৯ রান নিয়ে দুইয়ে পাকিস্তানের শোয়েব মালিক।

৯ হাজার ৯৯৪ রান নিয়ে এই ম্যাচ খেলতে নামেন বাবর। ইনিংস শুরু করে অষ্টাদশ ওভারে সপ্তম ব্যাটসম্যান হিসেবে আউট হন তিনি দলের স্কোর ১৪৭ রেখে। পেশাওয়ার এক বল বাকি থাকতে অল আউট হয় ১৫৪ রানে। বাবর ছাড়া দুই অঙ্কে যেতে পারেন আর কেবল দুজন। রভম্যান পাওয়েল ২৫ বলে ৩৯ ও আসিফ আলি ১৬ বলে করেন ২৩ রান।

বিপিএলে রংপুর রাইডার্সের হয়ে দারুণ পারফর্ম করে দেশে পিএসএল খেলতে যান বাবর। প্রথম ম্যাচে কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটর্সের বিপক্ষে ৪২ বলে ৬৮ রান করেন তিনি। ২০৭ রানের লক্ষ্য তাড়ায় ওই ম্যাচে ১৬ রানে হেরে যায় তার দল। পরের ম্যাচেও তার ব্যাট থেকে এলো পঞ্চাশ ছাড়ানো ইনিংস।

এই সংস্করণে এটি তার ৮৪তম ফিফটি। সেঞ্চুরি আছে ১০টি, যা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। ২২ সেঞ্চুরি নিয়ে এখানে চূড়ায় গেইল। পাকিস্তান জাতীয় দলসহ এখন পর্যন্ত মোট ১৯টি দলের হয়ে টি-টোয়েন্টি খেলেছেন বাবর।

আক্রমণের ঝড় তুলে লিভারপুলের গোল উৎসব

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চোট সমস্যা কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না লিভারপুলের। গত ম্যাচেই ফেরা মোহামেদ সালাহর নতুন করে চোট পাওয়ার খবর আসে ম্যাচের আগে। সঙ্গে আরেক ফরোয়ার্ড দারউইন নুনেসের হালকা চোটের খবর মিলেছিল আগেই। আর রক্ষণের ভরসা ট্রেন্ট অ্যালেকজ্যান্ডার-আর্নল্ড, মাঝমাঠের কার্টিস জোন্স ও দমিনিক সোবোসলাই, আক্রমণভাগের দিয়োগো জটা তো আগে থেকেই বাইরে।

গুরুত্বপূর্ণ এত খেলোয়াড়কে ছাড়াই দাপুটে ফুটবল উপহার দিল লিভারপুল। বল দখলে রেখে ঝড় তুলল আক্রমণে, শেষটা যদিও ভালো হচ্ছিল না। প্রথমার্ধে গোলও হজম করে তারা। অবশেষে বিরতির পর খুলে গেল দুয়ার, গোল হলো একের পর এক।

অ্যানফিল্ডে বুধবার রাতে লুটন টাউনকে গুঁড়িয়ে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ৪-১ গোলে জিতেছে ক্লপের দল। শিরোপাধারী ম্যানচেস্টার সিটির চেয়ে ৪ পয়েন্টে এগিয়ে গেল তারা।

ভার্জিল ফন ডাইক সমতা টানার পর দলকে এগিয়ে নিলেন কোডি হাকপো। এরপর লুইস দিয়াস ও হার্ভি এলিয়টের গোলে বড় জয় নিশ্চিত হয় লিভারপুলের।

তৃতীয় মিনিটেই এগিয়ে যেতে পারতো লিভারপুল। গোলরক্ষককে একা পেয়েছিলেন লুইস দিয়াস, কিন্তু শট নিতে দেরি করে ফেলেন। পরের মিনিটে আবারও দারুণ পজিশনে বল পান কলম্বিয়ান ফরোয়ার্ড, এবার ডি-বক্সে একজনকে কাটিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট শট নেন তিনি।

প্রতিপক্ষের চাপের মুখে দ্বাদশ মিনিটে পাল্টা আক্রমণ শাণায় লুটন এবং এগিয়েও যায় তারা। কাছ থেকে হেডে গোলটি করেন আইরিশ ফরোয়ার্ড চিডেজি ওগবিন।

২৯ ও ৩২তম মিনিটে আরও দুটি ভালো সুযোগ হারান দিয়াস। এই দফায় তার প্রথম শট গোলরক্ষক ঠেকিয়ে দেওয়ার পর দ্বিতীয়বারে কাছ থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট শট নেন তিনি।

অসংখ্য সুযোগ নষ্টের পর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে দুই মিনিটের মধ্যে দুবার জালে বল পাঠিয়ে এগিয়ে যায় লিভারপুল।

৫৬তম মিনিটে আলেক্সিস মাক আলিস্তেরের কর্নারে দারুণ হেডে সমতা টানেন ফন ডাইক। দ্বিতীয় গোলেও জড়িয়ে আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার আলিস্তেরের নাম। তার ডান দিক থেকে বাড়ানো ক্রস পেয়ে হেডে বল জালে পাঠান ডাচ ফরোয়ার্ড হাকপো।

৭১তম মিনিটে ম্যাচে নিজের নবম শটে জালের দেখা পান দিয়াস। অ্যান্ডি রবার্টসনের পাস বক্সে পেয়ে একটু এগিয়ে কাছের পোস্ট দিয়ে গোলটি করেন তিনি।

নির্ধারিত সময়ের একেবারে শেষ মিনিটে প্রতিপক্ষের ভুলে বল পেয়ে শাণানো আক্রমণে দলের চতুর্থ গোলটি করেন তরুণ ইংলিশ মিডফিল্ডার এলিয়ট।

২৬ ম্যাচে ১৮ জয় ও ৬ ড্রয়ে লিভারপুলের পয়েন্ট হলো ৬০। এক ম্যাচ কম খেলে ৫৬ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে ম্যানচেস্টার সিটি।

চ্যাম্পিয়নদের সমান ২৫ ম্যাচে ৫৫ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আর্সেনাল। আর অ্যাস্টন ভিলা ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে আছে চতুর্থ স্থানে।

অবনমন অঞ্চলে ঘুরপাক খাচ্ছে লুটন টাউন। ২৫ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ২০।

আতলেতিকোকে হারাল ইন্টার মিলান

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোর প্রথম লেগে গতকাল রাতে আতলেতিকো মাদ্রিদকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়েছে ইন্টার মিলান। নির্ধারিত সময় শেষের ১১ মিনিট বাকি থাকতে গোলটি করেন মার্কো আর্নাতোভিচ। প্রতিপক্ষের মাঠে প্রথম সুযোগটি পায় আতলেতিকো। তবে বক্সের ভেতর থেকে ঠিকঠাক শট নিতে পারেননি সামুয়েল লিনো। পরের মিনিটে বক্সে দলটির ডিফেন্ডার নাহুয়েল মোলিনার হাত বল লাগলে পেনাল্টির আবেদন করেন ইন্টারের ফুটবলাররা, তবে রেফারির সাড়া মেলেনি। প্রথমার্ধে ইন্টারও সুযোগ তৈরি করে কয়েকটি। তবে গোল হয়নি কারও।

বিরতির পর থুরামের জায়গায় বদলি নামেন আর্নাতোভিচ। প্রথমার্ধে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়তে হয় থুরামকে। ৭৯তম মিনিটে আর্নাতোভিচই গোল করে ইন্টারকে এগিয়ে নেন। মার্তিনেসের নেওয়া প্রথম শট আতলেতিকো গোলরক্ষক ঠেকিয়ে দিলেও ফিরতি শটে জাল খুঁজে নেন আর্নাতোভিচ।

এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টারে আল নাসের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রথম লেগে জয়সূচক গোলটি করেছিলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। দ্বিতীয় লেগেও জালের দেখা পেলেন এই পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড। আল ফায়হাকে হারিয়ে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার-ফাইনালে উঠল তার দল আল নাসের। শেষ ষোলোর ফিরতি লেগে বুধবার রাতে নিজেদের মাঠে আল নাসেরের জয় ২-০ গোলে। প্রথম লেগে ১-০ ব্যবধানে জিতেছিল তারা। দুই লেগ মিলিয়ে ৩-০ গোলের অগ্রগামিতায় সেরা আটে উঠল দলটি।

ম্যাচের সপ্তদশ মিনিটে ওতাভিওর গোলে এগিয়ে যায় আল নাসের। ওই ব্যবধান ধরে রেখে জয়ের পথেই ছিল তারা। যা একটু অনিশ্চয়তা ছিল, তার ইতি রোনালদো টেনে দেন ৮৬তম মিনিটে লক্ষ্যভেদ করে। সতীর্থের লং পাস অফসাইডের ফাঁদ ভেঙে নিয়ন্ত্রণে নিতে এগিয়ে যান রোনালদো, গোলরক্ষক পোস্ট ছেড়ে বেরিয়ে এসে ক্লিয়ার করার সুযোগ পেলেও পারেননি। কিছুটা সৌভাগ্যের ছোঁয়ায় বক্সে নিয়ন্ত্রণ পেয়ে ফাঁকা পোস্টে অনায়াসে লক্ষ্যভেদ করেন পর্তুগিজ মহাতারকা। সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে আল নাসেরের প্রতিপক্ষ সংযুক্ত আরব আমিরাতের ক্লাব আল আইন। দুই দল প্রথম লেগে মুখোমুখি হবে আগামী মার্চের প্রথম সপ্তাহে।

রাঁচিতেই সিরিজ জয়ের স্বপ্ন দেখছে ভারত

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এ কারণেই টেস্ট ক্রিকেট। প্রতি ডেলিভারিতেই ম্যাচের রূপ বদলে যেতে পারে। কখনও এক দলকে অয়াডভান্টেজ মনে হবে, পরক্ষণেই পরিস্থিতি বদলে যাবে। রাঁচি টেস্টের তৃতীয় দিন এমনটাই হল। এখনও অবধি কোনও দলকেই চালকের আসনে বলা যায় না। তবে সুবিধাজনক জায়গায় ভারত। এর নেপথ্যে প্রথম ইনিংসে ভারতের লোয়ার অর্ডার ব্যাটারদের বিশাল ভূমিকা রয়েছে। তেমনই অশ্বিন-জাডেজা-কুলদীপ স্পিন ত্রয়ীর। ম্যাচের দ্বিতীয় দিন পুরোপুরি বয়াকফুটে ছিল ভারত। ইংলয়ান্ডের ৩৫৩ রানের জবাবে ১৭৭ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে ধুঁকছিল ভারতীয় দল। যদিও ধ্রুব জুরেলের সঙ্গে অপরাজিত থেকে দিন শেষ করেন কুলদীপ যাদব। এই জুটি তৃতীয় দিনও ভরসা দেয়। কুলদীপ যাদব ১৩১ বলে ২৮ রান করেন। রানের চেয়েও জরুরি ছিল সঙ্গ দেওয়া। সেটাই করেছিলেন। এরপর আকাশ দীপও দারুণ জুটি গড়েন। অল্পের জন্য সেঞ্চুরি মিস হয় ধ্রুব জুরেলের। ব্যক্তিগত ৯০ রানে শেষ উইকেট হিসেবে আউট ধ্রুব। তবে ইংল্যান্ডকে ৪৬ রানের বেশি লিড নিতে দেয়নি ভারতীয় দল। এটাই প্রাথমিক ভরসা দেয় ভারতীয় দলকে।

পিচ থেকে কখনও টার্ন হচ্ছে, কখনও কোনও সুবিধাই পাচ্ছেন না স্পিনাররা। দ্বিতীয় ইনিংসে শুরু থেকেই দু-দিক থেকে স্পিন আক্রমণ। রবিচন্দ্রন অশ্বিন এবং রবীন্দ্র জাডেজা। ইনিংসের পঞ্চম ওভারে জোড়া উইকেট নিয়ে শুরু করেন অশ্বিন। দু ইনিংসেই শূন্য ওলি পোপ। জ্যাক ক্রলি এক দিক আগলে ভারতকে চাপে রাখছিলেন। তবে চা বিরতির পর পরিস্থিতি বদলায়। দ্রুত আরও ৪ উইকেট নেয় ভারত।

দলীয় ১৩৩ রানেই ৮ উইকেট হারায় ইংল্যান্ড। এর মধ্যে কুলদীপ একাই চার উইকেট। জাডেজা-অশ্বিনদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অনবদ্য বোলিং কুলদীপের। তেমনই ফিল্ডিংয়ে দুর্দান্ত একটি ফরোয়ার্ড ডাইভিং ক্যাচ নেন সরফরাজ খান। ভারতকে কিছুটা চাপে রাখে ইংল্যান্ডের নবম উইকেট জুটি। রান বেশি না করলেও ক্রিজ আঁকড়ে পড়েছিলেন। অবশেষে অশ্বিন কট অ্যান্ড বোলে ফেরান বেন ফোকসকে। অশ্বিনের চার উইকেট সম্পূর্ণ। সব মিলিয়ে ইংল্যান্ডের লিড ছিল ১৯১।

ক্রিজে আসেন জেমস অ্যান্ডারসন। উল্টোদিকে শোয়েব বশির। দু-বলের ব্যবধানেই জিমিকে ফেরান অশ্বিন। কেরিয়ারে ৩৫ তম বার ৫ উইকেট অশ্বিনের। ১৪৫ রানেই অলআউট ইংল্যান্ড। ভারতের চাই ১৯২ রান। তৃতীয় দিন ৮ ওভার ব্যাটিং করতে হয় ভারতকে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে 'বাজবল' যশস্বী রোহিতের। ৮ ওভারে ৪০ রান তুলে নিয়েছে এই জুটি। ম্যাচের এখনও দু-দিন বাকি। ভারতের চাই আরও ১৫২ রান।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR